১৬-০১-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এক ঈশ্বরের প্রতিই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে। এই ইন্দ্রের দরবারে সুপুত্রদেরকেই আনতে হবে। কোনো কুপুত্রকে নয়"

প্রশ্নঃ -- *২১ জন্মের বড়র থেকেও বড় লটারি নেওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে?*

উত্তরঃ -- *এক পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ কর এবং শ্রীমতে চলার পুরুষার্থ কর। কারো নাম বা রূপে বুদ্ধি আটকে থাকলে সেখান থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। রাতে যখন সময় পাবে, তখন ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ কর। দৈবী গুণ ধারণ কর, তবেই ২১ জন্মের লটারি পেয়ে যাবে।*

গীত -- *না তিনি আমাদের থেকে আলাদা হবেন, না তিনি দূরে যাবেন.... *

ওম্ শান্তি। দুঃখ তো এখানেই। বাবা আসেন দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। কেননা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, কৃষ্ণ এখানে আসতে পারেন না। তাঁর পুরীতে (কৃষ্ণপুরীতে) দুঃখ বলে কিছু থাকে না। দুঃখ তো কেবল কংসপুরীতেই। কৃষ্ণপুরী হল শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের পুরী। আমরা এখন দৈবী গুণ ধারণকারী হয়েছি। এখন যদি আসুরী গুণ রাখতে থাকি, তবে দৈবী সম্প্রদায়ে ভালো পদ মিলবে না। এখন পদ না মিললে কল্প কল্পান্তরেও মিলবে না -- অনেক বড় লোকসান হয়ে যাবে। সেই সব লাভ - লোকসান তো মাত্র এক জন্মের হয়। আর এ তো হল জন্ম জন্মান্তরের বিষয়। ভালো কর্ম, মন্দ কর্মও তো হয় তাই না। সত্যযুগে কেবল সুকর্মই হয়। কুকর্ম করানোর হোতা রাবণ ওখানে থাকে না। এখানে যে যেমন কর্ম করে, ২১ জন্মের জন্য তার ফল পেতে থাকবে। হয় চলতে হবে শ্রীমতে, নয় আসুরী মতে। খারাপ কাজ করা মানেই হল আসুরী মতে চলা। সাথে সাথেই বুঝতে পারা যায়। বাবার সাথে সম্পূর্ণ প্রীতি রাখতে হবে যে। *ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি নয় যখন তখন তবে অসুরের প্রতিই প্রীতি*। এখানে তোমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা পেয়েছ। *তোমরা তো বলে থাক যে -- ঈশ্বর বাবা । প্রতিজ্ঞা করে থাক -- আমরা একমাত্র তোমার প্রতিই ভালোবাসা রাখব। এরপর যদি কারো প্রতি ভালোবাসা রাখ, তাহলে তো তা অসুরের সাথেই যেন রাখা হল। তখন নিজেও অসুর হয়ে গেলে*। গল্পও আছে না -- ইন্দ্রের দরবার ছিল, ওখানে কোনো পরী বিকারীকে সাথে করে নিয়ে আসে। সে সুপুত্র ছিল না। কুপুত্র বিকারী ছিল, তাই উভয়কেই নীচে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে এমন লোকেদের নিয়ে আসে, যারা পবিত্র থাকতে পারে না। তো যে সব বি. কে. - রা তাদের নিয়ে আসে, তারা নিজেরাই অভিশপ্ত হয়ে যায়, আর সেই ব্যক্তি তো ছিলই অভিশাপ গ্রস্ত। *এ হল ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রসভা। জ্ঞানের বর্ষণ কারী হলেন একমাত্র বাবা। তাই যাকেই আনা হবে খুবই বুঝে শুনে আনতে হবে। নইলে যিনি নিয়ে আসবেন, তিনিও অভিশাপ গ্রস্ত হবেন*। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা, তোমরা সুপ্রীম রুহ-র কাছে তাদের নিয়ে আসছে, তো খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এমনিতে তো অনেকেই আসেন দেখা করার জন্য, কারও কারও সাথে দেখাও করতে হয়। *কিন্তু এমন দিনও আসবে, যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন, পবিত্র না হলে সামনে আসতে পারবে না*। এখন যদি সেটা করা হয়, তাহলে অবশ্য অসুবিধা আছে। তোমাদের লক্ষ্য হল অনেক উচ্চ, যত আশ্রম বা সত্সঙ্গ রয়েছে, কোথাও সেখানে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। তারা জানেও না যে এর ফলে আমাদের কি লাভ হবে। এখানে তো বড় বড় অক্ষরে এইম অবজেক্ট লেখা

হয়। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে। শিখরাও গায় -- মনুষ্য থেকে দেবতা করতে ভগবানের কতই বা সময় লাগে.... দেবতা থাকে সত্যযুগে। তো মনুষ্য থেকে দেবতা নিশ্চয়ই ভগবানই বানান। ভগবান কি বানান ? ভগবান আর ভগবতী। কিন্তু আমরা বলি দেবী - দেবতা, কেননা ভগবান হলেন একজনই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। লক্ষ্মী - নারায়ণও হলেন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানব। দৈবী গুণধারীদের আবার আসুরী গুণে অবশ্যই আসতে হয়। এখন ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বলেন "আমি পতিত দুনিয়াতে আর পতিত শরীরেই আসি" । ইনিই(ব্রহ্মাবাবা) পুরো ৮৪ জন্মই নেন তাঁর ডাইনেস্টি (রাজবংশ) সহ। তিনি পতিতকে পবিত্র বানান, কৃষ্ণ পতিতকে কীভাবে পবিত্র বানাবেন ! কৃষ্ণ সেই নাম ও রূপে একবারই আসবেন। তাঁর সেই চিত্র (Identical image) আবার ৫ হাজার বছর পরে পাওয়া যাবে। এছাড়া তো তাঁর নানান ভিন্ন ভিন্ন জন্ম হবে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ -- যাঁরা এখন জগদম্বা এবং জগৎপিতা, তাঁরা জানতে পারেন যে আমরা পরের জন্মে এই হব। এখন যে ফিচার্স (অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য) রয়েছে তা বদলে যাবে। তোমরা এখন বতনে গিয়ে তা দেখে আসতে পার যে সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের কী ফিচার্স হবে। এখন তোমরা তার সাক্ষাৎকার করতে পার। *এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে অন্যদের এই সাক্ষাৎকার হবে না। এই একজনকেই তোমাদের অ্যাক্যুরেট দেখতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই ফটো তো এখানে বের করা সম্ভব নয়। এই সব ফটো এখানকারই বানানো। তোমরা জানো যে ভবিষ্যতে তাঁরা এই রকম হবেন। গুরু নানকের অ্যাক্যুরেট চিত্র আবার ৫ হাজার বছর পরে হবে। এসব কথা কেবলমাত্র তোমরাই জান। এই রকম বাবার সাথে যোগ খুব ভালো হওয়া চাই এবং তা যেন অব্যভিচারী যোগ হয়। কারো নাম বা রূপের প্রতি প্রীতি জন্মালেই তা কিন্তু ব্যভিচারী হয়ে গেল। শিববাবার ভক্তি শুরু হলে প্রথমে তাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয়। শুধু শিবেরই পূজা করত। এখন আবার এক শিবেরই স্মরণ চাই। বাবা বলেন যে, এমন যেন না হয় যে অন্তিম সময়ে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ব্যভিচারী হয়ে গেল। কোথাও নাম বা রূপে ফেঁসে গিয়ে যদি থাক, তবে বুদ্ধিকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসো। মায়া এমনই যে কখন কোথা থেকে কোথা থেকে যে ধাক্কা লাগাবে ! কখনো মিত্র বা সম্বন্ধীর কথা মনে পড়ে যাবে। চট করে যোগ লেগে যাবে, তা তো হতে পারে না । বাবা বলেন যে, এখনও কেউ কমপ্লিট হয়নি। এ হল অনেক বড়র থেকেও বড় লটারি, এতে অনেক বেশী পুরুষার্থের প্রয়োজন। মায়া বড়ই প্রবল, ঝট করে ভুলিয়ে দেয়। এটাও সৃষ্টি নাটকে আগে থেকেই লেখা রয়েছে। *সেই জন্য স্মরণ করবার পুরুষার্থ রাতে কর। দিনের বেলায় তো সময়ের অভাব, তাই রাতে পারলৌকিক সাজনকে স্মরণ কর*। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। যিনি শ্রেষ্ঠাচারী কৃষ্ণ, তাঁকেই গীতার ভগবান বলে দিয়েছে। আর যিনি শ্রেষ্ঠ বানান -- তাঁর নামটাই লুপ্ত হয়ে গেছে। এটা হল সঙ্গম যুগ, একে সুন্দর কল্যাণকারী যুগ বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগকে বা কলিযুগকে অস্পীশিয়াস বলা যাবে না। অস্পীশিয়াস তাকেই বলা যায়, যা কল্যাণকারী। সত্যযুগ তো হলই কল্যাণকারী, তার আগে অকল্যাণকারী যুগ ছিল। তো *সমস্ত মহিমা সঙ্গমযুগেরই হবে, কারণ এই সময়েই শিববাবার অবতরণ হয়। বাবা বলেন, "আমি কল্পের সঙ্গমে আসি" । কল্প পুরো হয়, তারপর নতুন শুরু হয়। পুরানো কল্পে হল কলিযুগ আর নতুন কল্পে হল সত্যযুগ। এটা হল কল্পের সঙ্গম যুগ। কিন্তু এটাকেই তারা যুগে যুগে বলে দিয়েছে*। আচ্ছা, *সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গম, ত্রেতাযুগে আর দ্বাপরের সঙ্গম, দ্বাপর আর কলিযুগের সঙ্গম..... আবার কলিযুগের সঙ্গম হলে তবে তো চারটি সঙ্গম হয়ে যাবে ! তবে তো চার জন অবতার লাগবে ! তাহলে ২৪ অবতার বলে কেন ? এই সকল কথা ধারণ করার মতো *।

বাবা খুবই সহজ ভাবে লিখিয়েছেন যে : পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার কি সম্বন্ধ ? পরমপিতা যখন বলা হয়, তাহলে তো অবশ্যই পিতা দু'জন হবেন ! প্রদর্শনীতে এসব কথা সুন্দর ভাবে বোঝানো হয়, কিন্তু কেউই বোঝে না। একজনেরও নিশ্চয় হয় না। যদিও আসবে, মুরলী শুনবে, কিন্তু তিনিই যে আমাদের বাবা -- তাঁর থেকেই যে উত্তরাধিকার নিতে হবে, শ্রীমতে চলতে হবে -- এ সব কথা তাদের বুদ্ধিতে বসে না। হাজার হাজার মানুষ আসবে, কিন্তু একজনেরও এটা নিশ্চয় নেই যে তিনিই পিতা -- তাঁর মতেই চলতে হবে। প্রথমে তো মাতা - পিতার মুখই আগে তোমাদের দেখা উচিত। কিন্তু কারোই নিশ্চয় নেই। মায়া বড়ই প্রবল। এই প্রবল মায়ার থেকে মুক্ত হওয়াতেই তো যত মেহনত। বাবা বলেন --"সদ্গুরুর যারা নিন্দা করে তারা টিকতে পারে না"। চাল চলন ভালো না হলে টিকতেই পারবে না। এখানে তো এইম অবজেক্ট একেবারে ক্লিয়ার (স্পষ্ট) । আধা কল্প ভক্তিমার্গ চলে। সেটা হল অবরোহণ কলা। গাওয়াও হয়ে থাকে যে, গুরুর নাম নিলে উত্তরণ কলা হয়। কিন্তু কোন্ গুরু ? সদ্গুরু। তোমরা সদ্গুরুকে জান। তিনি হলেন -- শিববাবা, সত্য পিতা, সত্য শিক্ষক, সদ্গুরু। শিববাবাকে স্মরণ করলে উত্তরণ কলা হয়ে যায়। ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে যায়। তোমরা পুরো চক্রতেই আস, অন্যরা আসে না। সতো, রজো, তমো তো হয়েই। শৈশবকে সতোপ্রধান বলা হয়, তারপর একটু বড় হলে সতো, যৌবন হল রজো আর বৃদ্ধাবস্থাকে তমো বলা হয়। প্রত্যেকের সুখ ও দুঃখের পার্ট সৃষ্টি নাটকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই নাটক বড়ই বিচিত্র, যাকে কেউই জানে না। রয়্যাল পরিবারের চাল চলন খুব মার্জিত হয়। এখানে তো শ্রীমতে চলতে হবে। সকলে তো একরস চলতে পারে না। বাবা বোঝান যে -- দাস - দাসী হলে, তারপর থার্ড ক্লাস রাজা - রানী হওয়া -- তার চেয়ে তো প্রজার মধ্যে সাহুকার হওয়া ভাল, দান পুণ্য করে সাহুকার হওয়া। অন্তত দাস - দাসী নাম হবে না, প্রজাকুলে সাহুকার হবে। এখানে থেকে যদি শ্রীমতে না চলে, তবে দাস - দাসী হয়। এখানে থেকে যদি কোনো কুকর্ম করে, তবে দাসীরও দাসী হয়। কোনো কোনো দাসী বেশ ভালো হয়, কিন্তু কারো কারো তো একেবারেই সম্মানটুকুও থাকে না। তাই পুরুষার্থ খুব ভাল হওয়া উচিত। সেই জন্যেই বাবা লেখেন বাচ্চাদের সার্টিফিকেট পাঠাও। কেউ কেউ নিজেকে খুব চালাক মনে করে বসে, তারপরে কে আর রিপোর্ট পাঠাবে যে সতর্ক হবে ? বাবার কাজ হল বোঝানো -- এই হল সম্পূর্ণ এইম আর এই হল অবজেক্টিভ, যত ইচ্ছা পুরুষার্থ করো, বিজয় মালায় গেঁথে দেখাও। ৮ এরও মালা আছে, ১০৮ এরও আছে, ১৬ হাজার ১০৮ এরও মালা আছে। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ডে (পাপ শূন্য জগৎ) রাজা - রানী খুব অল্প থাকে। পরে ধীরে ধীরে অনেক বাড়তে থাকে। এখানে ভারতে সব চেয়ে বেশী হবে। কত নগর, কত রাজা - রানী, তারপর তাদের প্রিন্স - প্রিন্সেস -- সংখ্যায় অনেক হয়ে যায়। লিস্ট অনেক লম্বা হয়ে যায়। মহারাজা, রাজা, তারপর তাদের কত কত আত্মীয় কুটুম। ডাইরেক্টরিতে প্রধান নামগুলোই থাকে। সেখানে তো একটি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তান থাকে। হিসাব বড়ই জটিল। তবুও বাবা বলেন বেহদের (অসীমের) বাবাকে স্মরণ কর, যার দ্বারা তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। এটা হল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ।। মানুষ ঈশ্বরকে না জানার কারণে নিজেকেই ঈশ্বর ভেবে বসে। তারা তো জন্ম মৃত্যুর আবর্তনে আসে। অকালে মৃত্যুও হয়, আবার নিজেদেরকে ঈশ্বরও বলতে থাকে। তোমরা জান যে দেবতাদের কখনো অকালে মৃত্যু হয় না। সময় পূর্ণ হলে সাক্ষাৎকার হয় যে এবার পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে। এই সব বিষয় গুলি খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, আর কোনো নাম বা রূপের চক্করে ধাক্কা খাওয়ার দরকার নেই। নইলে পতন হবে। বাবাকে তো তাদেরকে নানান ভাবে ওঠাতে হয়। এঁনার (ব্রহ্মাবাবা) মধ্যে তো শিববাবার পধরামণি হয় (শিববাবা অবতরণ করেন), তাই এঁনার

সাথে কোনো প্রতিযোগিতা কোরো না। মায়া অনেক তুফান আনবে, কিন্তু হনুমানের মতন পাক্কা হতে হবে, যাতে মায়া রাবণ নাড়াতে না পারে। আদি দেবকে মহাবীর হনুমানও বলা হয়। তারা এমন নাম রেখে দিয়েছে। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কেউ মহারথীও রয়েছেন। বিষয়টা আসলে প্র্যাক্টিকলি এখানকারই। যার জ্ঞানের মালিশ(massage) হবে না, তাকে অবসন্ন দেখায়। জ্ঞানের মালিশের ফলে লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখ -- কত প্রফুল্লিত দেখায়।

আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : --

১) নিজের এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে উঁচু পদ লাভ করবার পুরুষার্থ করতে হবে। চাল-চলন খুব রয়্যাল রাখতে হবে। আর শ্রীমতে চলতে হবে।

২) কোনো দেহধারীরই নাম ও রূপকে স্মরণ করবে না। এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান : -- *"ন্যাচারাল অ্যাটেনশানকে" নিজের স্বভাব (Nature) বানাতে সমর্থ স্মৃতি স্বরূপ ভব*

সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা কখনো ঢিলেঢালা অবস্থায় থাকে না, তারা সর্বদা অ্যাটেনশানে অ্যালার্ট থাকে। তোমরাও হলে পান্ডব সেনা, যাদের মধ্যে সামান্যতমও ঢিলেঢালা ভাব থাকবে না। অ্যাটেনশান এক স্বাভাবিক বিধি হয়ে যাবে। কেউ কেউ অ্যাটেনশানেরও টেনশন করে। কিন্তু টেনশনের জীবন সর্বদা চলতে পারে না। সেইজন্য ন্যাচারাল অ্যাটেনশানকে নিজের নেচার বানাও। অ্যাটেনশান রাখলে স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাবে আর বিস্মৃতির অভ্যাস চলে যাবে।

স্লোগান : -- *নিজেই নিজের শিক্ষক হও, তবে সব দুর্বলতা স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে*।

তপস্বী মূর্ত হও

এখন জ্বালা স্বরূপ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নাও এবং সংগঠিত ভাবে মন বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা পাওয়ারফুল তপস্যার ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও। মনের মধ্যে এই ধুন সদা যেন বাজতে থাকে যে এখন ঘরে ফিরতে হবে। ফিরতে হবে মানে হল সকল সম্বন্ধ থেকে, প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে উপরাম (উর্ধ্বে) অর্থাৎ সাক্ষী হয়ে যাও*।